হলগুলোতে অস্ত্রের মজুদ : নীরব প্রশাসন
জাবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে গুলীবিদ্ধ
২ আহত ৩০ : শিক্ষক লাঞ্ছিত

পলাশ মাহমুদ, জাবি থেকে ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সভাপতি-সেক্রেটারি (সোহেল-জনি) গ্রুপের সাথে আজিবুর-অয়ন গ্রুপের গতকাল সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় গ্রুপের ২ জন গুলীবিদ্ধ ও অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। এ সময় উভয় গ্রুপের মধ্যে প্রায় ১৫ রাউন্ড গুলীবিনিময় ও ২টি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রায় ২৫টি টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। তবে সংঘর্ষের সময় নেতাকর্মীরা একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান করলেও পুলিশ ও প্রশাসন রহস্যজনক নীরব ভূমিকা পালন করে। সূত্রমতে, দীর্ঘ এক বছর পর গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি ও সেক্রেটারির ক্যাম্পাসে ফেরা নিয়ে উত্তেজনার জেরে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রলীগ নেতা আজিবুর-অয়নের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। গতকালও উভয় গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সকাল ১০টার দিকে বঙ্গবন্ধু ও ভাসানী হল থেকে আজিবুর-অয়ন গ্রুপের নেতাকর্মীরা বের হয়ে কামাল উদ্দিন হলের দিকে এলে কামাল উদ্দিন, আল-বেরুনী, মীর মশাররফ হোসেন ও সালাম বরকত হলের নেতাকর্মীরা সোহেল-জনির নেতৃত্বে বটতলা চত্বরে মুখোমুখি হয়। এসময় উভয় গ্রুপের মধ্যে ইট নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ঘটনা ঘটে। উভয় গ্রুপের ইট নিক্ষেপে অন্তত ৩০ নেতাকর্মী আহত এবং ২ জন গুলীবিদ্ধ হয়। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পায় ২৫টি টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এসময় একাধিক নেতাকর্মীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ রড, লাঠি, হকিস্টিক, কিরিচ, রামদা, চাপাতি, লোহার পাইপ ইত্যাদি দেখা যায়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় উভয় গ্রুপকে নিজ নিজ হলে ঢুকিয়ে দেয়। আহতরা বর্তমানে ঢাকা ও সাভারের বিভিন্ন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহতদের মধ্যে মাসুদ, ইসলাম, দিপ, বিপ্লব, রিজন, আরিফ, জুয়েল, সাকিব, অংকন অন্যতম।

তবে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা অয়ন গ্রুপের পক্ষ নিয়ে গুলী ছুড়েছে বলে দাবি করে ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ বলেন, 'বিএনপি-জামায়াতপন্থী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। ছাত্রদল নেতারাই এ ঘটনার সময় গুলী ছোড়ে।' এ ব্যাপারে ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, 'এটা ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ছাত্রলীগ ছাত্রদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।' এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা আজিবুর রহমান বলেন, ছাত্রলীগের দুঃসময়ে আমরা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নির্যাতন শিকার করেও ছাত্রলীগকে ধরে রেখেছি। এখন সুসময়ে সুবিধাবাদীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস আর ছিনতাই-এর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে।

সংঘর্ষ চলাকালীন সাবেক প্রক্টর মাফরুহী সাত্তারকে ছাত্রলীগ কর্মীরা লাঞ্ছিত করে। তারা তাকে মারধর করার উদ্দেশ্যে ধর ধর বলে ধাওয়া করে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম সেলিম বলেন, 'গত সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। অথচ বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ঘোষণা দিয়েও তাদের মমদপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস আর অস্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে।'

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গত দু'দিন ধরে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ কমপক্ষে ৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ করেছে। বঙ্গবন্ধু, ভাসানী, কামাল উদ্দিন ও সালাম বরকত হলে এসব অস্ত্র রাখা হয়েছে। তবে ক্যাম্পাসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ করলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে। ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র মজুদের সত্যতা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক মোঃ নাসির উদ্দিন বলেন, 'আমরা বিষয়টি জেনেছি, এব্যাপারে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে উভয় গ্রুপের সমঝোতা কিংবা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও প্রশাসনের আন্তরিকতার ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ভিসির পদত্যাগ দাবি করে শ্লোগান দিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বলেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।'